

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৭৮৫

১/ বিবিধ

আরবী

لوأن بكاء داود وبكاء جميع أهل الأرض يعدل ببكاء آدم ما عدله
موضوع

رواه أبو نعيم في " الحلية " (7 / 257) وابن عساكر (2 / 318 / 1) من طريق
الطبراني: أخبرنا أحمد بن يحيى بن خالد الرقي: أخبرنا يحيى بن سليمان الجعفي:
أخبرنا أحمد بن بشر الهمداني: أخبرنا مسعر بن كدام عن علقمة
بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه يرفعه. وعزاه الهيثمي في " المجمع " (8 /
198) للطبراني في " الأوسط " وقال: " رجاله ثقات ". وأقره المناوي في " الفيض ".
وفيه نظر فإن أحمد بن بشر (1) هذا أورده الحافظ في " اللسان " وقال: " مجهول،
قاله مسلمة في (الصلة)

قلت: وقد خالفه محمد بن بشر العبدي وهو ثقة حافظ فأوقفه على ابن بريدة، أخرج
ابن عساكر وقال: " قال ابن عدي ولم يذكر فيه بريدة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذه الرواية أصح

قلت: وكذلك رواه موقوفا أحمد في " الزهد " (ص 47) من طريق المسعودي عن
علقمة ابن مرثد قال: فذكره موقوفا عليه

وكذلك رواه ابن أبي الدنيا في " الرقة " (1 / 137) عن مسعر عن حدثه عن ابن
سابط موقوفا عليه. وهذا هو الصواب موقوف، ورفعه منكر، بل هو عندي باطل
موضوع، لأنه لا يشبه كلام النبوة لما فيه من المبالغة، فالظاهر أنه من الإسرائيليات

السمجة التي دست في كتب أهل الكتاب مر القرون، ثم أخطأ بعض الرواة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منه بريء! والحديث أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية ابن عساكر هذه. وتعقبه المناوي بأنه رواه الطبراني أيضا والديلمي فاقتصره على ابن عساكر غير جيد قلت: لاسيما وهو عند ابن عساكر من طريق الطبراني كما رأيت. ثم نقل المناوي كلام الهيثمي المتقدم في توثيق رجال الإسناد وسكت عليه! وفيه ما علمت من الجهالة والوقف والنعارة. والله ولي التوفيق

বাংলা

৭৮৫। যদি দাউদের কান্নাকে যমীনের সকল অধিবাসীদের কান্নার সাথে একত্রিত করে আদমের কান্নার সাথে তুলনা করা হতো তাহলে তা তার কান্নার সমতুল্য হতো না।

হাদীছটি জাল।

এটি আবু নোয়াইম "আল-হিলইয়াহ" (৭/২৫৭) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির (২/৩১৮/১) তাবরানীর সূত্রে আহমাদ ইবনু ইয়াহইয়া হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবনু সুলায়মান আল-জুকী হতে তিনি আহমাদ ইবনু বিশর আল-হামাদানী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

হায়ছামী "আল-মাজমা" (৮/১৯৮) গ্রন্থে তাবরানীর "আল-আওসাত" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করে বলেছেনঃ হাদীছটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। মানবী তার কথাকে "আল-ফায়েয" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

তাতে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ এই আহমাদ ইবনু বিশরকে হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেনঃ তিনি মাজহুল। কথাটি মাসলামাহ "আস-সিলাহ" গ্রন্থে বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ মুহাম্মাদ ইবনু বিশর আল-আবাদী একজন নির্ভরযোগ্য হাফিয তিনি তার বিরোধিতা করে সুলায়মান ইবনু বুরাইদাহ হতে হাদীছটি মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এটি ইবনু আসাকির বর্ণনা করে বলেছেন, ইবনু আদী বলেনঃ তাতে তিনি বুরায়দাহ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উল্লেখ করেননি। এ বর্ণনাটিই সঠিক।

আমি (আলবানী) বলছিঃ অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদ "আয-যুহুদ" (পৃঃ ৪৭) গ্রন্থে মাসউদীর সূত্রে মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবিদ দুনিয়া "আর-রিক্বাহ" (১/১৩৭) গ্রন্থেও মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

মওকুফ হওয়াটাই সঠিক। মারফু হওয়াটা মুনকার। বরং আমার নিকট এটি বাতিল, মাওয়ু। কারণ এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, এটি ইসরাঈলী বর্ণনা।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71664>

📄 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন